বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস (১৯১৪-১৯৫০) : আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ-এর সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী

গবেষক

অনল পাল

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ২০২১

ভূমিকা

সন্দর্ভের শিরোনাম 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস (১৯১৪-১৯৫০): আস্তিকতা ও নাস্তিকতাবোধ'। শিরোনামেই স্পষ্ট আমাদের অভিনিবেশ থাকবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের উপন্যাসে, অথচ কালজ্ঞাপক অংশে উল্লেখ করা রয়েছে ১৯১৪ থেকে ১৯৫০। প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৫০। কেন এই তফাৎ? শিরোনামটি সম্পূর্ণ দু'রকমের বক্তব্য ও সময়কালকে চিহ্নিত করছে না? একই সঙ্গে এর উত্তর হ্যাঁ এবং না, দুই। সে অর্থ হ্যাঁ উত্তরটি যথার্থ। আদতে সন্দর্ভের শিরোনাম একটিই বক্তব্যকে চিহ্নিত করছে। এবারে আমরা সেই কথাই বলার চেষ্টা করবো। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এরিক হবসবমের (১৯১৭-২০১২) *The Age of Extremes* (১৯৯৪) বইটির প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় এই অসামান্য বইটি। আবিশ্ব পরিচিত ঐতিহাসিক হবসবম তাঁর যাপিত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইটিতে। বইটির শিরোনামের সঙ্গে একটি উপ-শিরোনাম জুড়ে দিয়েছেন হবসবম। কী সেই উপ-শিরোনাম? *The Short Twentieth Century 1914-1991*। খাতায়-কলমে উনিশ শতকের অবসান হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, কিন্তু হবসবম বলছেন ১৯১৪ সালই উনিশ শতকের অবসান এবং বিশ শতকের সূচনা লগ্ন। সে কারণেই এই শতক ছোট্ট। হবসবমের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই দুই শতকের মধ্যে বিভাজিকার কাজ করছে। দিনক্ষণের খতিয়ানের শরণাপন্ন হয়ে হবসবম একটি ঘটনাকে বাঁক ও শতাব্দী বদলের চিহ্ন হিসেবে হাজির করেছেন। আমরাও বাংলা সাহিত্যের চলনের সঙ্গে সেই

খতিয়ানকে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছি। সে কারণে আমাদের প্রস্তাবেও বিশ শতকের প্রথমার্ধ ১৯১৪ থেকে ১৯৫০। যাকে হবসবম বলবেন 'The Age of Catastrophe'। যদিও এখানে উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন হবসবমের প্রস্তাবে 'The Age of Catastrophe' সমাপ্তি ঘটছে ১৯৪৫ সালে। উপমহাদেশের 'age of catastrophe' '৪৫ শেষ হয় না, দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগের কারণে তা দীর্ঘায়িত হয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি প্রশ্ন অনিবার্য— কেন এই তত্ত্বায়নটিকে আমরা বেছে নিলাম? দ্বিতীয়ত, হবসবমের তত্ত্বটি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কাল পর্বের উত্থান-পতনকে পড়ার যাথার্থ্যতা আছে কিনা? কিংবা বাংলা সাহিত্যের প্রশ্নে হবসবম কতটা গ্রহণযোগ্য? এই আপত্তি বা প্রতর্ক নিয়ে আলাপের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) *Nationalism* (১৯১৭) বইটির দিকে ফিরে তাকাবো।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান এবং সেখানে জাতীয়তাবাদ নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বইয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রদত্ত বক্তৃতায় যুদ্ধ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করেন। 'জাতীয়তাবাদ' অপেক্ষা তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রে থাকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি। *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফলত, *Nationalism* এক অর্থে 'ন্যাশানাল শভিনিজম' বা 'ইম্প্রিরিয়ালিজম' বিষয়ক বই। জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে মানবিকতার কথা কবি বারংবার উচ্চারণ করেন। সেই সকল বক্তৃতা ১৯১৭ সালে ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *Nationalism*— 'Nationalism in the West', 'Nationalism in Japan', 'Nationalism in India' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। কিন্তু এই বইয়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ 'The Sunset of the Century' শিরোনামে *নৈবেদ্য*-এর (১৯০১) পাঁচটি কবিতা

জুড়ে দেন, ইংরেজি তর্জমা করে। যেগুলি লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিনে। প্রায় সতেরো বছর পর কেন রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করলেন তাঁর পুরোনো লেখাগুলিকে? *Nationalism*-এর শেষে কবিকৃত তর্জমায় ধরা পড়ছে সভ্যতার নতুন রূপটি। একটি তর্জমাই নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো—

"THE LAST SUN of the century sets amidst the blood-red clouds of the West and the whirlwind of hatred.

The naked passion of self-love of Nation, in its drunken delirium od greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance."

নৈবেদ্য কবিতাটি—

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।"

Nationalism-এর শেষাংশটি বোঝাচ্ছে, শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে; ঐ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। নতুন শতাব্দীর সূত্রপাত হলো যুদ্ধ, হিংসা, দ্বেষের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের শেষে লেখা *নৈবেদ্য* কবিতাগুলির পুনরায় শরণের সঙ্গে এবং উনিশ-বিশ শতকের বিভাজন নিয়ে হবসবমের তত্ত্বের আশ্বর্য মিল লক্ষ করা যায় না কি? বিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কবির চৈতন্যে আরেকবার ফিরিয়ে দিলে শতাব্দী অবসানের স্মৃতি। কিংবা তিনি হয়তো

মনে করছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধই প্রকৃত প্রস্তাবে উনিশ শতকের অবসান বার্তা, এই অনুমান কি খুব অমূলক হবে? নচেৎ কেনই বা তিনি *Nationalism*-এর অন্তে 'The Sunset of the Century' শিরোনামে জুড়ে দেবেন তাঁরই কবিতার ইংরেজি তর্জমা? হবসবমের ভাবনার সঙ্গে কবির ইঙ্গিতের আশ্বর্য মিল আমাদের সত্যি চমকিত করে। যদিও পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ই.পি. টমসন (১৯২৪-১৯৯৩) ও ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ সম্পাদিত যথাক্রমে ম্যাকমিলান/পেপারম্যাক ও পেঙ্গুইন সংস্করণে 'The Sunset of the Century' অংশটি বাদ গেছে। পরে *Nationalism*-এর বাংলা তর্জমাও হয়েছে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *জাতীয়তাবাদ*। ঐ সংস্করণেও 'The Sunset of the Century' অংশটি বাদ পড়ে। সেই দিক থেকে এই তিনটি সংস্করণকে অসম্পূর্ণ বলা যায়। যদিও তা আমাদের অভিনিবেশের বিষয় নয়, এ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি। তবু একথা বলা অমূলক হবে না, যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত যা ধরা ছিল 'The Sunset of the Century' অংশে, যা কিনা সমকাল সম্পর্কে লেখকের এক প্রকার মন্তব্য, সেটি বাদ দিয়ে তাঁরা *Nationalism* বইটির প্রতি অবিচারই করেছেন। আমাদের প্রস্তাব, ১৯১৭ সালে এসে পুরোনো কবিতাগুলিকে স্মরণ করার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। দ্বিতীয়ত, সময় সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন-তারিখের খতিয়ানের গুরুত্ব অস্বীকার না করেই বলা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাও মাঝেমধ্যে সীমানা নির্ধারণে সহায়ক হয়। আমরা দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছি সন্দর্ভের সময়কালকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, এটিও একটি আশ্বর্য সমাপতন যে 'জ্যাঠামশায়', বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাস্তিক (কেবল বেদে অবিশ্বাসী অর্থে নয়) চরিত্রের আবির্ভাব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা একই বছরে। যুদ্ধ ও মঙ্গলময় সাবেক 'ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় সম্বন্ধহীন নয়।

‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ এই শব্দ দুটি ‘বাইনারি’ রূপে গৃহীত হয় অনেকক্ষেত্রে, শব্দদুটির বিকাশের মধ্যে সেই সম্ভাবনার বীজ যে নেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে উল্লেখিত শব্দটি ‘বেদ’ কেন্দ্রিক বাইনারি তৈরি করলেও পরবর্তী কালে দর্শন শাস্ত্রে তা আরও অনেকানেক সম্ভাবনার জন্ম দেয়। সেই বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। দেখার চেষ্টা করেছি, শব্দ দুটি কীভাবে ‘বাইনারি’ বা দ্বৈততাকে সরিয়ে অনেকানেক ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরেছে। মূলত অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আস্তিক কে? কে নাস্তিক?” শীর্ষক প্রবন্ধটিকে অনুসরণ করেছি। প্রসঙ্গত, এই কথা উল্লেখ করা জরুরি, দর্শন প্রস্থানের পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রসঙ্গগুলি কীভাবে উপস্থিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে লক্ষ করেছি ‘আস্তিক-নাস্তিক’ শব্দযুগ্ম আরও অনেক নতুন অর্থ সম্ভাবনা তৈরি করেছে। নৈতিকতা ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গেও শব্দযুগ্মটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘আস্তিক’ ও ‘নাস্তিক’ শব্দ দুটি দর্শন শাস্ত্রের পাশাপাশি নীতি ও নন্দনতত্ত্বের প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা আরেক ধরনের জটিলতা, বৈচিত্র্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। ‘আস্তিক-নাস্তিক’ ধারণা দুটি দ্বৈততা বা ‘বাইনারি’র ইঙ্গিতকে খানিক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে।

মূল ভাবনাটিকে রূপদানের ক্ষেত্রে উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি সহায়ক বা পরিপূরক উপাদান মিলেছে বিভিন্ন সমালোচকদের লেখাপত্র থেকে। আলোচ্য বা নির্বাচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে তাঁদের বয়ান (Discourse) এই সন্দর্ভে ‘পূর্বপক্ষ’ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলত সমালোচকদের লেখাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এক অর্থে সেগুলি এই সন্দর্ভের প্রাণ। পরিশেষে ব্যবহৃত পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপ প্রসঙ্গের কয়েকটি কথা বলা জরুরি। Critical শব্দটির পরিভাষা করা হয়েছে বিবাদী, এ বিষয়ে ঋণী অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে। ২০১৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে তিনি বিবাদী শব্দটি Critical অর্থে ব্যবহার করেন। Death Drive (Thanatos) ও Eros-এর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে মরণ প্রণোদনা ও জীবন প্রণোদনা। ইংরাজি তর্জমায় দুটি রূপ পাওয়া যায়— Death Drive ও Death Instinct অনেকেই যার বাংলা করেন মরণ এষণা। মূল জার্মানে ফ্রয়েড কখন কখন বিষয়টি বোঝানোর জন্য 'Trieb' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। মূল জার্মান শব্দের দ্যোতনা এষণা অপেক্ষা প্রণোদনা শব্দটির মধ্যে ধরা যায়। এই পরিভাষাটির জন্য ঋণী অধ্যাপক আব্দুল কাফির কাছে, স্নাতকোত্তর স্তরে তিনি আমাদের ফ্রয়েড পড়াতেন।

গবেষণার অনুসন্ধান-সমূহ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও প্রতিপাদ্য

সন্দর্ভে আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাসা— এক, বাংলা আখ্যানের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধের সম্বন্ধ বিচার করা। ব্যক্তি আখ্যানকারের চৈতন্যের সংকট, সামাজিক চৈতন্য ও সভ্যতার সংকট ও উত্তোরণের সম্ভাবনার সঙ্গে এই প্রতর্কটির সম্বন্ধ বিচার গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। চরিত্রায়ণ ও থিমের মাধ্যমে এই ভাবনা কীভাবে আখ্যানের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে, সেটিও আমাদের অভিনিবেশের বিষয়। দুই, সেই সূত্রে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' শব্দদ্বয় কি দেশ-কাল নিরপেক্ষ কোনো ধারণার কথা বলে? না কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়? তিন, বাংলা সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বিষয়ক বিতর্কের সঙ্গে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধের সম্পর্ক নির্ণয় গবেষণার অন্যতম জিজ্ঞাসা।

সন্দর্ভের কাল-সীমার মধ্যে প্রকাশিত (একটি ব্যতিক্রম আছে) উপন্যাসের মধ্যে থেকে কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদেরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছি যে, সেগুলির

মধ্যে দার্শনিকবোধ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সমকালীন সময় তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের সঙ্গে এই দার্শনিকবোধের সম্পর্ক কেমন। মূলত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করেছি আমরা। দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে উপন্যাসগুলি মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি। ফলত কোনো কোনো সময় তুলনামূলক পদ্ধতিও আমরা অনুসরণ করেছি। নির্বাচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অধিকাংশ বহুল পঠিত এবং সমালোচক মহলে সমাদৃত। এই সন্দর্ভে উক্ত সমালোচকেরাই 'পূর্ব-পক্ষ'। তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে এই সন্দর্ভ বিবাদী সংলাপ রচনা করতে চেয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায়— আস্তিক-নাস্তিক পরিচয় ও উনিশ শতকে বাঙালির দর্শনচর্চা

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশে কারা 'আস্তিক' এবং কারা 'নাস্তিক' সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন প্রস্থানগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশের প্রধান বিষয় উনিশ শতকে বাঙালির ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা চর্চা। সামগ্রিক ভাবে বাঙালির দর্শনচর্চার রূপরেখা দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য নয়। মূলত কয়েকটি বিতর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মানুষ যাঁদের ঈশ্বর, যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা বিষয়ক চর্চা বাঙালি মানসে প্রভাব ফেলেছে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একথা স্বীকার্য উনিশ শতকে নাস্তিকতার চর্চা সেভাবে বিকশিত হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়— *চতুরঙ্গ, শেষ প্রশ্ন* : আস্তিক-নাস্তিক প্রসঙ্গ

২.১ *চতুরঙ্গ* : বিশ্বাস, সংশয়, আশ্রয়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) *চতুরঙ্গ* (১৯১৪-১৫ পত্রিকা, ১৯১৬ বই আকারে)। 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' তর্ক *চতুরঙ্গ*-এর পরিণতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা এই অংশের মুখ্য আলোচনার বিষয়। উনিশ শতকে নাস্তিকতা জ্ঞানচর্চার মধ্যে থাকলেও, সে অর্থে আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময় পর্বে তা আখ্যানের বিষয় হয়ে ওঠার কী কোনো বিশেষ কারণ আছে? বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন কি আলাদা তাৎপর্য নিয়ে আসে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ও *চতুরঙ্গ*-এর গড়ে ওঠা কি নিছক সমাপতন? নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ রয়েছে? সেই সূত্রে রবীন্দ্র-চৈতন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল সেদিকেও অভিনিবেশ দেওয়া হয়েছে। *চতুরঙ্গ* প্রসঙ্গে সমালোচকদের বিভিন্ন অভিমতগুলির সঙ্গে আমাদের মিল ও অমিলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *চতুরঙ্গ* প্রসঙ্গে লিখেছিলেন এর 'চারিটি অংশ', আমাদের প্রস্তাব *চতুরঙ্গ*-এর দুটি অংশ— 'জ্যাঠামশায়' এবং না-জ্যাঠামশায়। আস্তিক-নাস্তিক দুই বিবদমান দার্শনিক প্রস্থান *চতুরঙ্গ*-এর কেন্দ্রিয় সমস্যা-পট (problem), যা শচীশ ও শ্রীবিলাসের হয়ে ওঠাকে সুনিশ্চিত করে। উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজে নেয় তারা। শচীশ কোন পথ নেয়? নাস্তিক্য, ভক্তিবাদের পথ ছেড়ে শচীশ অরূপের সাধনায় নিমগ্ন। কিন্তু কী তার লক্ষ্য তা ঠিক বোঝা যায় না। 'দামিনী' অংশের পরিশিষ্টে শচীশ সম্বন্ধে উল্লেখিত রয়েছে— 'কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না'। কোন পথ নেয় শ্রীবিলাস? লীলানন্দের ভক্তিবাদ নাকি জ্যাঠামশাইয়ের

নাস্তিক্য? অথবা দুই দর্শনের মেলবন্ধনে সন্ধান পায় তৃতীয় কোনো ধারার? শ্রীবিলাসের হয়ে ওঠা বস্তুত 'জ্যাঠামশায়'-এর রিকগনিশন। আমাদের প্রস্তাব *চতুরঙ্গ* জ্যাঠামশাইয়ের রিকগনিশনের আখ্যান। কলকাতা শহরও শ্রীবিলাসের হয়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত পক্ষে কলকাতা এই উপন্যাসে একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে। শ্রীবিলাসের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ডিপারচার পয়েন্ট বা পট-বদলের ইঙ্গিত হয়ে থাকে শহর কলকাতা। পাড়াগাঁর ছেলে শ্রীবিলাস এই শহরে পেয়েছে জ্যাঠামশাইয়ের সান্নিধ্য, হয়ে উঠেছে নাস্তিক। দীর্ঘদিন পরে চাটগাঁয়ে সন্ধান পায় প্রাণের দোসর শচীশের, প্রাথমিক দ্বিধা, জড়তা কাটিয়ে সেও ভক্তির 'নেশা'য় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে 'নেশা'য় ছেদ পড়ে কলকাতায় এসে। উপন্যাসে দ্বিতীয়বার কলকাতার উপস্থিতি শ্রীবিলাসের জীবনে আরেকটি ডিপারচার পয়েন্ট। কার্যত, একটি দার্শনিক অবস্থানকে খারিজ করার জন্যে যেন কলকাতার আগমন কিংবা শ্রীবিলাসের কলকাতা আগমন। শেষবার কলকাতা উপস্থিত হয় যখন শ্রীবিলাস বিচিত্র, বিবিধ পথ পরিক্রমা করে নিজের পথ খুঁজে পায়। কলকাতাই তার কাছে হয়ে ওঠে বৃন্দাবন, বলাই বাহুল্য সে বৃন্দাবন ভক্তের নয়, আধুনিকের, যে নভেল পড়তে ভালোবাসে, 'সাত্ত্বিকতা' অপেক্ষা 'সত্য'-এ বেশি আগ্রহ যার, ভক্তির বিহ্বলতায় 'আমি'কে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন করে দিতে নারাজ যে। ভক্তিবাদী লীলানন্দ স্বামী ও জ্ঞানমার্গী শঙ্করাচার্যের পথকে খারিজ করে শ্রীবিলাস গ্রহণ করে মানবিক দর্শনের, যেখানে থাকবে দামিনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। আত্ম ও অপরের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে তার দর্শন। কলকাতা শহরের স্মৃতি আর জ্যাঠামশাইয়ের 'প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন'-এর মন্ত্রের মধ্যে মিলবে সেই রাস্তা। সেই অর্থে *চতুরঙ্গ* 'জ্যাঠামশায়'-এর রিকগনিশনের আখ্যান।

২.২ *শেষ প্রশ্ন* : তর্ক, প্রশ্ন, সংস্কার

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১)। *শেষ প্রশ্ন* ও 'অতি আধুনিক' বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কের মধ্যেকার সম্পর্ক এই অংশে আলোচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের বয়ানে *শেষ প্রশ্ন* 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিক নমুনা, সেই বিশেষ নমুনাটি পেশ করার জন্য কেন তিনি 'আস্তিক'-'নাস্তিক' প্রতর্কটিকে আধার করলেন? এবং কেন প্রয়োজন পড়লো আধুনিক এবং কৃচ্ছ্রসাধিকা একটি চরিত্রের? সেই বিষয়টিতেও অভিনিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

শেষ প্রশ্ন উপন্যাসটি অনিয়মিত ভাবে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম কিস্তি বেরোয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এবং শেষ কিস্তি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে। লক্ষণীয় 'অতি-আধুনিক' বাংলা সাহিত্য ও বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্কের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে উপন্যাসটি। শরৎচন্দ্রের মতে বাস্তবতা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু বাস্তবতার নামে 'নোঙরামি'— অর্থাৎ কিনা নর-নারীর যৌন জীবনের বর্ণনা— তাঁর না-পসন্দ। আধুনিকতা ও বাস্তবতা বিষয়ে দ্বিধা ও দোদুল্যমানতাই তাঁকে প্রণোদিত করে *শেষ প্রশ্ন* রচনায়। দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), রাধারাণী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯) ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতকে (১৯০২-১৯৭২) লেখা চিঠিতে তিনি জানান যে, 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত তার নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন *শেষ প্রশ্ন*-এ। সে কারণে 'আস্তিক-নাস্তিক' তর্কটিকে উপন্যাসের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করলেন। বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও অস্তি-নাস্তিবোধের গভীর সম্পর্ক। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই তর্কের হাত ধরেই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যেকার তর্কটিকে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। এই তর্কের একপক্ষে ছিলেন অমল হোম (১৮৭৫-১৯৭৫)রা যাঁদের সাহিত্য ভাবনার মধ্যে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়েছিল ভারতীয় আস্তিক

দর্শন প্রস্থানের দৃষ্টিভঙ্গি। আরেকদিকে ছিলেন *কল্লোল কালিকলম* গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যাঁরা অসুন্দরকে, আকাঁড়া জীবনকেই তুলে আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের 'মন্দিরে'। শরৎচন্দ্র এই বিবাদ, বিসংবাদে প্রাথমিকভাবে 'অতি-আধুনিক'দের পক্ষে থাকলেও, পরে তাঁর অবস্থান কিছুটা বদলান। এই তর্ক কেবল দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত বদল ঘটায় এই বিতর্ক, যার সঙ্গে আস্তিকতাবোধ ও নাস্তিকতাবোধের গভীর সম্বন্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও। এবং এই বিতর্ক শরৎচন্দ্রের চৈতন্যকে এক প্রকার আলোড়িত করে। নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে নির্মিত হয় *শেষ প্রশ্ন*। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার তর্ককে বুঝতে ও বিকল্প সাহিত্যিক নমুনা পেশ করতে পুরোনো আস্তিক-নাস্তিক তর্কটিকেই বেছে নিলেন শরৎচন্দ্র। *শেষ প্রশ্ন*-এ কেন প্রয়োজন পড়ল এমন একটি কৃচ্ছ্রসাধিকা অতি-আধুনিক চরিত্রের? যেহেতু 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মুখ্য আপত্তির কেন্দ্রে নৈতিকতা বোধ, সে কারণে তাঁর শিক্ষা ও রুচি মোতাবেক চরিত্রের আব্রুতা নিয়ে এই সতর্কতা। সে কারণেই ভারতীয় নারীর আদলে তৈরি করে নিলেন কমলকে। যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে তর্ক করবে অথচ স্বভাবে, চর্যায় ভারতীয় নারীত্বকেই বরণ করে নেবে। কমলকে দিয়ে পশ্চিমী রীতিতে তর্ক চালালেও শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র মর‍্যালিটি ও এথিকসের প্রশ্নে আস্তিক্যবাদী ভারতীয় আদর্শকে ছেড়ে আসতে চাননি।

তৃতীয় অধ্যায়— 'অসংলগ্ন ভবিষ্যত' : জগদীশ গুপ্তর কথন বিশ্ব

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাস। সুদীর্ঘকাল ধরেই সমালোচকদের বিশ্লেষণে জগদীশ গুপ্তর আখ্যান নিয়তি বা অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত আখ্যান, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আখ্যান 'সত্য' বলে মনে হয়নি। জগদীশ গুপ্ত কি নিয়তি বা অদৃষ্টের আখ্যানকার? 'সত্য' অর্থাৎ কিনা বাস্তবের চিহ্নবিহীন জগৎ নির্মাণ করেছেন জগদীশ গুপ্ত?

নাকি বাস্তবতার-ই আরেকটি পরত উন্মুক্ত করেন পাঠকের দরবারে? প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, মান্য রুচিকে এবং 'জানা' বিষয়ক সীমাবদ্ধতাকে কি প্রশ্ন করতে চান তিনি? এই প্রশ্নগুলিই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। সেই সূত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সাবেক মঙ্গলময় 'ঈশ্বর'-এর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর কথন বিশ্বের সম্বন্ধ কী, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমালোচকদের বিচারে জগদীশ গুপ্ত নিয়তির কথাকার, তাঁর চরিত্রেরা অদৃষ্টের হাতের 'ক্রীড়নক'। নিয়তি কিংবা 'নামহীন হিংস্রতা' ওৎ পেতে বসে আছে অসহায় মানুষের সর্বনাশ করবে বলে। তথাকথিত 'মহৎ বৃত্তিগুলি' যার উপরে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। এক 'তামসী' দুনিয়ার কথক তিনি। একথাগুলি তাঁর আখ্যান সম্পর্কে প্রায় প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চিতভাবে যুক্তি আছে এর পিছনে। আমরা ভিন্ন প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন এতো 'তিক্ত' জগদীশ গুপ্ত? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই তামসী জগতের সম্পর্ক কেমন? বস্তুত পক্ষে, যুদ্ধ পূর্ববর্তী যুক্তিবোধ, মানবতাবাদ এবং মঙ্গলের ধারণা (ঈশ্বর কেন্দ্রিক) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালকে। কারুর কাছে সর্বময় ঈশ্বর, যিনি সতত-ই মঙ্গলময়, কারুর কাছে এনলাইটেনমেন্টের যুক্তি ঈশ্বরত্ব উভয়ই সংশয়ের মধ্যে পড়ছে। নির্মিত হচ্ছে তিক্ত কাব্য, যা যাপন করছিল বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী। বস্তুত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ভূমিতে মূলগত বদল ঘটায়। সত্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক, বন্ধন যখন পালটে যাচ্ছে; তখনই মানুষ হয়ে উঠছে অমানুষিক, জান্তব, জন্তুবৎ। গ্রিক ট্র্যাজিডির সঙ্গে এই আখ্যানগুলি আপাত মিল লক্ষ করা গেলেও মূলগত ভাবে জগদীশ গুপ্ত ভিন্ন রুচি, রীতির ও গোত্রের কথক। আধুনিকতা সেখানে বিশেষ কিছু মাত্রা যোগ করে, যা নিয়তির ধারণাটাকেই পালটে দেয় এবং/অথবা চ্যালেঞ্জ করে। বলা ভালো, আধুনিক মানুষ পীড়নে ধস্ত হতে হতে

পীড়ন ও তার কারণকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এ এক বিশেষ গোত্রের চাওয়া, যার মধ্যে দুঃখ ও পীড়নকে স্বীকার করে নেওয়া আছে। আর আছে দুঃখ ও পীড়নকে প্রত্যাখ্যান করার চাপা আর্তি। এখানেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা। জীবন নামক যাত্রাটিকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যার প্রতিফলন ঘটে জগদীশ গুপ্তের আখ্যানে। সেটাই আলাদা করে দেয় 'গ্রিক নিয়তি' ও আধুনিকের 'নিয়তি'কে। গ্রিক ট্র্যাজিডির নায়করা জানেন যে নিয়তির হাত থেকে সে রেহাই পাবে না। পরাজিত হওয়াই ভবিতব্য। অজ্ঞাত নয় বলেই অনিশ্চয়তা নেই। এরপাশে আছে নিয়তিকে প্রতিহত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার গৌরবময় কাহিনি। জগদীশ গুপ্তের চরিত্রেরা জানে না কেন তার এই পরিণতি? পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক সচেতনই নয়, সে সুযোগও তার নেই। ফলত, বীরত্ব নেই, আছে নিদারুণ পীড়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সামাজিক চৈতন্য, মরণ-প্রণোদনা, সত্তার সঙ্গে সত্তার বিচ্ছিন্নতা হয়ে ওঠে নির্বিকল্প, সমকালীন বাঙালি পাঠকের কাছে যা ছিল অলীক কিংবা অসম্ভব। এমন এক বিস্ময়কর দার্শনিক বোধে পাঠকে পৌঁছে দেন লেখক, যখন মনে হয় স্বাভাবিকতা নামক বিষয়টি আদতে কোনো ছল বা ছদ্মবেশ, তথাকথিত স্বাভাবিকতাকে খারিজ করে; আরেকবার ফিরে তাকান জীবনের দিকে। নতুন ভাবে পড়তে চান বাস্তবতাকে, বুঝতে চান দার্শনিক সংশয়কে। আমাদের প্রস্তাব জগদীশ গুপ্ত এক অনিবার্য অনিশ্চয়তার জগতকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে, ঐশ্বরিক বিশ্বাস ও যুক্তির সীমাবদ্ধতা বিষয়ে এক আশ্বর্য সন্দর্ভ তাঁর আখ্যানগুলি।

চতুর্থ অধ্যায়— 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' : আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ

৪.১ *পুতুলনাচের ইতিকথা* : নিয়তি, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ

চতুর্থ অধ্যায়ে 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬)।

সমালোচকদের বিচারে *পুতুলনাচের ইতিকথার* চরিত্রেরা নিয়তি হাতের 'পুতুল'। ভিন্ন কারণে তাদের স্ব-ইচ্ছা, স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা। যেটি পাঠক সমাজে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকাশকের মন্তব্যের কারণে। আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি উপন্যাসের চরিত্রেরা মূলত শশী-ডাক্তার কি নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র?

শশী কি অদৃষ্টের হাতের পুতুল? এখানে প্রশ্ন ওঠে পুতুলের কি দায়িত্ববোধ থাকে? আমাদের প্রস্তাব শশী-ডাক্তার বিষণ্ণ, অথচ দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র একজন মানুষ, স্বাধীনও বটে। 'অজানা শক্তি', 'অনিবার্য ইঙ্গিত' শব্দগুচ্ছগুলি অধিকাংশ সমালোচকদের নিয়তিবাদী সিদ্ধান্তের প্রধান আশ্রয়। তাঁরা খেয়াল করেন না আরেকটি বাক্য, মানুষ নদীর খেয়ালে চলতে পারে না, তাকে চলতে হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মেনে নিয়েই, তার মধ্যে অজানা শক্তির ইঙ্গিত থাকলেও, বস্তুত পক্ষে তা মাধ্যাকর্ষণের মতোই যুক্তি গ্রাহ্য ও চিরন্তন। ব্যক্তি শশীর আকাঙ্ক্ষা বারংবার বাধা পেয়েছে সমষ্টির দ্বারা। মনে হয় সেই অজ্ঞাত শক্তির কাছে যেন শশী পরাজিত হচ্ছে। তার যাবতীত লড়াই অনেকটা ট্র্যাজেডির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু শেষ বাক্যটি তাঁদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। হারুর মৃত্যু ও বজ্রাহত বটগাছটির প্রসঙ্গ আরেকবার ফিরে আসে উপন্যাসে, যেমন ফিরে এসেছিল *পুতুলনাচের ইতিকথার* দ্বিতীয় খণ্ডের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে। যে ঘটনা বিষণ্ণ শশীকে জীবনের লগ্ন করেছিল উপন্যাসের শুরুতে, শিখিয়েছিল মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বাঁচা কার্যত জীবনী শক্তির বিপুল অপচয়; সেই স্মৃতি আরেকবার ফেরত আসে। বাজিতপুর থেকে মামলা করে ফেরার পথে সেই বোধ আরেকবার উপলব্ধ হয় শশীর। এই নিয়মটিকে উপলব্ধি করার অর্থ স্বাধীনতা। তীব্র আশাবাদ হয়তো নেই, কিন্তু শেষতক শশী হাল ছাড়ে না, প্রবেশ করে নতুন জীবনে। এই জীবনে রত থাকার নাম-ই স্বাধীনতা।

৪.২ *দেবযান* : মর্ত্যলাভের অফুরান আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *দেবযান* (১৯৪৪)। *দেবযান*-এর কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে বস্তুজগতের অনুপস্থিতি ও স্বর্গলোকের উপস্থিতি চোখের পড়ার মতো। কেন্দ্রিয় দুই চরিত্রই মৃত এবং স্বর্গবাসী। যে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে তা হলো আখ্যানকারের দার্শনিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক কেমন? এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এরকম উপন্যাস রচনার কারণ কী? *দেবযান*কে কি অলীক, 'ভূতুড়ে' গপ্পো বলা যায়? সমকালের সঙ্গে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের সম্পর্ক কেমন? এই বিষয়গুলি এই অংশে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে।

*দেবযান*কে পাঠক 'ভূতুড়ে' বা অবাস্তব ভেবে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা করেছিলেন বিভূতিভূষণ। *দেবযান* কি সত্যি একটি কল্পরাজ্যের কল্প-কথা, বাস্তবের কোনো ছোঁয়া কি নেই সেখানে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই অংশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পৃথিবীতে, ধ্বংসস্তুপের মধ্যে *দেবযান* রচনা, স্বর্গের মহিমা বর্ণনা কি বাস্তবের দিকে পেছন ফিরে থাকার নামান্তর? মঙ্গলবোধ যখন ধ্বস্ত হচ্ছে, মঙ্গলময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব যখন প্রশ্নের মুখোমুখি, কার্যত খারিজ হয়ে যাচ্ছে, তখন বিভূতিভূষণের এহেন আখ্যান রচনা কিসের প্রণোদনায়? সমালোচকদের কাছে *দেবযান* প্রশংসিত হয়নি খুব একটা। পারলৌকিক ইঙ্গিত-ই হয়তো উপন্যাস পাঠের বাধা হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরলোকের গপ্পো ফাঁদতে গিয়ে বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত ইহলোকের বোঝা-পড়ার ভিত্তিতেই পরলোক নির্মাণ করেন। দেবতার নয়, ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে *দেবযান*-এ। যতীন দেবলোক চায় না। এই প্রত্যাখ্যান কি নাস্তিক্যের চিহ্ন? না। একান্তভাবে আস্তিকের চাওয়া, কিন্তু সেই আস্তিক 'মোক্ষ' চায় না, চায় বারংবার মানবিক বন্ধন। মানবিক অনুভূতি, প্রকৃতি ও বস্তুজগতের সহাবস্থানে রচিত হয়

এই আখ্যান। ঈশ্বর, স্বর্গলোক যে সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা ও মানবিক সত্তার সম্প্রসারণ তা অস্পষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। বস্তুত পক্ষে, ঐহিক জীবনবোধ, ঐহিক জীবনের বিশেষ অভাববোধই পরলৌকিক জগতের নির্মাতা, তা ঘোষিত হয় *দেবযান*-এ। 'বাস্তব'-এর স্মৃতি ছাড়া পরলোকের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। 'ব্যথা'-ই পরলৌকিক আখ্যান রচনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকের কাছে। তাঁর অন্যান্য আখ্যানের মতো *দেবযান*-এ বাস্তবতার ছোঁয়া না পাওয়া গেলেও, তা বাস্তবতাবাদীর নির্মাণ। জাগতিক দুঃখবোধ-ই বাস্তবতার ভিত্তি। আরেকবার দুঃখের স্পর্শ পেতে চায় বলেই যতীন ফিরছে পৃথিবীতে। আর জাগতিক প্রেম, স্মৃতি পুষ্পকে করে তুলেছে মর্ত্য পিপাসু, তার মধ্যে জন্মেছে ব্রহ্মলোকের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা। আস্তিক, পরলোক বিশ্বাসী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পৃথিবীর প্রতি অফুরান আকর্ষণের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল থাকে 'ব্যথা' নামক বোধ। হয়তো দুঃখেই পান স্বর্গীয় সুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষতার সংকটের আরেক কিসিমের প্রতিক্রিয়া বোধহয় *দেবযান*। উপন্যাসে সেই সংকট, অ-সুখের অনুপস্থিতি জানান দেয় যুদ্ধের উপস্থিতিকেই। ধ্বংসের কালে দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর অদৃশ্য যোগ আদতে মানুষতার কাহিনি।

৪.৩ *যোগভ্রষ্ট* : সত্তার অনন্ত জিজ্ঞাসা

তৃতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *যোগভ্রষ্ট* (১৯৬০)। উপন্যাসটি *উল্টোরথ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আর গ্রন্থাকারে ১৯৬০ সালে। আমাদের গবেষণা প্রকল্পের সীমার মধ্যে তা পড়ে না। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হলেও আখ্যানের কাল বিচার করে এটিকে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে রেখেছি। নাস্তিকতার সঙ্গে অনৈতিকতার সম্পর্ক কেমন? নাস্তিক শব্দটি অনৈতিকের সমার্থক? এই বিষয়টিতেও অভিনিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

যোগভ্রষ্ট এক অর্থে, তারাশঙ্করের চিন্তা ও বিশ্বাসের ইতিবৃত্ত এবং বিশ্বাস ভঙ্গেরও। ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, নতুন শতাব্দী তাঁর চিন্তায়, সংস্কারে, বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। যার ফলে সব কিছু ভেঙে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কোনো বিশ্বাস নেই, মঙ্গলের আশ্বাস নেই, চারদিকে শুধুই মরুভূমি। এমনকি ঈশ্বর বিশ্বাসও ভেঙে গেছে তাঁর। জগৎ এখন নাস্তিময়, আর ঈশ্বর মৃত। সত্যি কি ঈশ্বর কখনো ছিলেন? এই চিন্তাও উদিত হয়েছে তাঁর মনে। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুদর্শন। যার চৈতন্যের সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা এই উপন্যাসের বিষয়। জীবনের বিবিধ পথ পেরিয়ে সুদর্শন মৃত্যুর মুখোমুখি। যার খোঁজে সে ব্যপৃত ছিল— আমি কে? আমি কী?— তার উত্তর কি পেল শেষ পর্যন্ত? সন্ন্যাসী সুদর্শন একসময় বেছে নেয় নাস্তিক্যের পথ। কিন্তু তার বিশ্বাসের জগতটি নির্মিত হচ্ছে বর্তমানের সাপেক্ষে। সে মনে করে ঈশ্বর, ঐশ্বরিক মহিমা এককালে ছিল, 'আজ' আর তা নেই। বিশ শতকে ঈশ্বর মৃত, 'পরম' কোনো সত্তার অস্তিত্ব আর নেই। তাই সে বেছে নেয় নাস্তিক্যের পথ। কিন্তু তার এই নতুন বীক্ষা নাস্তিকের বিশ্ববীক্ষা নয়, একান্তভাবে 'অস্তিবোধ' চালিত নাস্তিক্য। ফলে সুদর্শন নাস্তিকতার আরেক অর্থ করেছে অনৈতিকতা। নাস্তিক কি অনৈতিক? নীতি, মূল্যবোধ, স্নেহ, ভালোবাসা সবই কি মূল্যহীন নাস্তিকের কাছে? সে মনে করে নাস্তিক মানেই অনৈতিক, আস্তিক ধর্ম প্রচারকদের বিপরীতে রাখে ক্রূর শাসকদের। নাস্তিক প্রস্থান সম্পর্কে আস্তিক্যবাদী দার্শনিকদের অভিমত খানিক তাই। জীবনের প্রান্তে; মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আবার বিশ্বাসের পথে ফেরত যেতে চাইছে। কিন্তু তা কি নাস্তিক-সুদর্শনের পুনরায় আস্তিক্যে প্রত্যাবর্তন? সুদর্শনের নাস্তিক্য কি প্রকৃতই নাস্তিক্য? বস্তুত সুদর্শন কখনই প্রকৃত অর্থে নাস্তিক হয়ে উঠতে পারেনি, তার তথাকথিত নাস্তিক্য পর্বটি আদতে আস্তিক্যবোধ নিয়ন্ত্রিত। 'অখণ্ড বিশ্বাস'-এ আস্থা রাখতে না পারায় হতাশ হয় সুদর্শন,

যে সর্বদাই মঙ্গলময়ের আশ্রয় চায়। সেই 'মঙ্গলবোধ'-এর ইঙ্গিত রয়েছে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

<u>পঞ্চম অধ্যায়— প্রসঙ্গ 'বাস্তবতা' : অস্তি-নাস্তিবোধ</u>

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'বাস্তবতা'র সঙ্গে 'অস্তি-নাস্তি'বোধের সম্বন্ধ কী রকমের? বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে 'বাস্তবতা' বিষয়ক বিতর্কের সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। যদিও এখানে বাস্তবতা অপেক্ষা নৈতিকতা অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল, বিশ শতকের সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষাকারীদের সঙ্গে মিল লক্ষ করা যায়। বস্তুত পক্ষে বিশ শতকেই এই বিতর্কের শুরুয়াৎ, যেটিকে মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন এই বলে যে তাঁর সাহিত্য 'বস্তুতন্ত্রহীন', তা যথেষ্ট বাস্তবোচিত নয় এবং বৃহত্তর জনজীবনের ছাপ তাঁর আখ্যান জগতে অনুপস্থিত। দুই, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ-ই পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকদের আক্রমণ করেন 'বিলেতের আমদানী' করা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন আরোও অনেকানেক সমালোচকই আধুনিক সাহিত্যিকদের সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রশ্নে। ফলত এই পর্বের মধ্যে নানান স্তরায়ণ লক্ষ করা যায় এবং বিতর্কটি হয়ে ওঠে জটিল ও বহুমুখী। তাঁদের 'বাস্তবতা' ও 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে থেকে অস্তি-নাস্তি সম্বন্ধীয় বোধ, মঙ্গল-অমঙ্গলের চেতনা। এই বিতর্কটিকে কীভাবে আস্তিক-নাস্তিক বিবাদমান প্রস্থান প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেটিই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়।

এই অধ্যায়ে 'বাস্তবতা' বিষয়ে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা কী ভেবে ছিলেন, সে কথাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সূত্রে আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিক প্রস্থানের সঙ্গে সেই সকল সাহিত্যিকদের সম্পর্ক কেমন তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বাস্তবতা' সংক্রান্ত বিতর্ক

প্রসঙ্গে অধ্যাপক আকিমুন রহমানের বক্তব্য, পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদ কেবল বস্তুবাদী দর্শন দ্বারাই প্রভাবিত হয়নি, বাস্তবতাবাদের পরিভাষাটির সন্ধান মেলে বস্তুবাদী দর্শন থেকে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। একথা ঠিক যে, পাশ্চাত্যে রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম যে ভাবে বিকশিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে তার মিল পাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুবাদী, নাস্তিক দর্শন প্রস্থানগুলি প্রতক্ষ্যভাবে পাশ্চাত্য 'বাস্তববাদী' সাহিত্য ধারাকে প্রভাবিত, বিকশিত ও পরিণত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের উপর ভারতীয় বস্তুবাদী, নাস্তিক/না-ঈশ্বরবাদী দর্শন প্রস্থানের প্রভাব তেমন নয়। ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলি বস্তুজগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করেছে 'পরম'-এর ধারণা। ভারতীয় বস্তুবাদের বিকাশে 'আস্তিক' দর্শনগুলির যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ইউরোপে তা হয়নি। তার প্রভাব যে এই উপমহাদেশের সংস্কৃতি জগতে পড়েনি তা নয়। বাংলা সাহিত্যে 'বাস্তবতা' বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলি সে কথাই প্রমাণ করে। অধিকাংশ প্রাবন্ধিকের 'বাস্তবতা' সংক্রান্ত ধারণা অস্তিবোধ প্রভাবিত। উপনিবেশের ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বস্তুবাদী ভাবনা চিন্তার জন্যে অনেকাংশে ইউরোপীয় ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভরশীল। 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যের প্রতিপক্ষরা আধুনিক বাস্তবতাবাদকে সমালোচনার করার সময় আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রায় নাস্তিক পরম্পরাহীন হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন এবং কাঠাগোড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এটিও এক অর্থে স্বীকৃতি। এই প্রভাবকে কেবলই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে দেওয়া একটেরেই, কারণ উনিশ শতক থেকে ভারতীয় বস্তুবাদচর্চার প্রাচীন ধারাটি ধীর লয়ে হলেও বিকশিত হচ্ছিল। বিশ শতকে প্রাচীন নাস্তিক দর্শনগুলি পুনরায় চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে, তা যে বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেনি তা বলা যায় না। আস্তিক-নাস্তিক তর্ক, বঙ্কিমী, রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি বাস্তবানুগ করে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর অর্থ এই নয় যে

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অলীক জগতের কথা তাঁদের আখ্যানে তুলে ধরতেন। বস্তুত, উপন্যাস সংরূপটির সঙ্গে বাস্তবের নাড়ির যোগ। এই বিতর্ক বাংলা সাহিত্যকে অনেক বেশি জীবন যন্ত্রণার শরিক করে তোলে। আধুনিক কথাকারেরা বাস্তবানুগ সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা নিরাবেগ ভাবে সাহিত্য চর্চা করতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। 'পাঁকের পোকা'দের জীবনকে সাহিত্যে স্থান দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের 'দেখা' রোমান্টিক ভাবালুতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বিষয়ীর চৈতন্যই এর কারণ। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু কল্লোলের ধারা বহুলাংশে রোমান্টিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন। বরং ত্রিশের দশকের সাহিত্যিকরা অনেক বেশি নির্মোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাস্তবজীবনকে নির্মোহভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত অন্যতম পথিকৃৎ এবং পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয়। আধুনিক সাহিত্যিকেরা বাস্তব জীবনের আকাঁড়া প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মধ্যে। ফলে তাঁদের লেখার মধ্যে বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র অনুসারীরা 'বাস্তবতা' বিষয়ে বিকল্প আরেকটি বয়ান হাজির করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত, 'অহেতুক অনির্বচনীয়' আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করাই কবি/সাহিত্যিকের কাজ। বিজ্ঞান সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যকে উপস্থাপিত করে, বিপরীতে কবি/সাহিত্যিক অবিচ্ছিন্নভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর মতে, বাস্তবের অনুকৃতি কবি/সাহিত্যিকের কাজ নন, তিনি খণ্ড খণ্ড উপাদানকে জুড়ে এক গভীর, বৃহৎ সত্যকে উপস্থিত করেন। বাস্তব ও 'কবির বাস্তব' এক নয়। আরেকদিকে 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা'কারীদের প্রধান অভিযোগ আধুনিক সাহিত্যিকেরা সমাজকে কলুষিত করেছেন এবং শাশ্বত আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। তাঁদের কাছে সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য। 'বাস্তবতা' ও 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য বিষয়ক বিতর্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার জন্ম দেয়। বাস্তব জীবনকে

সাহিত্যে তুলে আনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা প্রাথমিকভাবে ন্যাচারালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে উঠে এসেছিল। অস্তি-নাস্তিবোধ যা এই বিতর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল তা বাংলা সাহিত্যকে শুধু বাস্তবিক-ই করে না, বস্তুত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদের দ্বার উন্মোচিত করে।

উপসংহার

সন্দর্ভটি যে নিশ্চিত করে একটি বিন্দুতে (Point) মিলিত হবে এমন নয়, বরং চিন্তার, তর্কের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, টানাপোড়েন, বিভিন্ন পিছুটান আলোচিত হয়েছে। নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বাইরে, বাংলা সাহিত্যের অজস্র উপন্যাসের মধ্যে আরও কয়েকজন লেখকের আখ্যানে ‘আস্তিকতা’ ও ‘নাস্তিকতা’ সম্বন্ধীয় বোধ কী ভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ কালপর্ব (১৯১৪-১৯৫০) সম্পর্কের প্রস্তাব হাজির করাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। সন্দর্ভের শেষে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই রীতি, যে কোনো সিদ্ধান্ত বস্তুত পক্ষে একটি প্রস্তাব, বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের সাহায্যে নির্মিত একটি বয়ান। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই তর্কাতীত নয়। এই প্রস্তাব নিয়েও তেমনই কিছু তর্ক রয়ে যাবে, নিশ্চিত। সন্দর্ভের আমরা কী কী করেছি তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার কী কী সম্ভাবনা রয়ে গেল সে দিকে আমরা নজর দেবো। শিরোনামে উল্লেখিত কালপর্বের মধ্যে থাকা অনেকানেক সাহিত্যিকদের লেখা অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। প্রথমেই উল্লেখ্য, কল্লোল যুগের আখ্যানকারদের কথা। অস্তি-নাস্তিবোধ যে তাঁদের সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচিত হয়েছে

পঞ্চম অধ্যায়ে। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যকর্ম, বিশেষত উপন্যাস বিশ্লেষণ করা সুযোগ হয়নি। প্রাথমিকভাবে তাঁদের সাহিত্যকর্ম আমাদের ভাবনার মধ্যে ছিল, কিন্তু গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি হয়েছে যে কল্লোল পর্ব আলাদা অভিনিবেশের দাবি রাখে। প্রত্যেকে অস্তি-নাস্তিবোধ দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিভিন্ন লেখকদের ভিন্ন ভিন্ন লেখার মধ্যে নানান স্বর খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের প্রস্তাব, তা পৃথক অভিনিবেশের বিষয় হতে পারে। গোকুল নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আখ্যানেও আস্তিক-নাস্তিক প্রতর্ক নানা ভাবে উঠে এসেছে। বুদ্ধদেব বসু, যিনি *প্রগতি*-র লেখক, তাঁর উপন্যাসে ঐশ্বরিক ভাবনা হয়তো নেই, কিন্তু গডলিনেসের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা মূলত প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি, কিন্তু এর বাইরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদারের মতো অজস্র লেখক আছেন যাঁদের উপন্যাসকে আলোচনার মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। সন্দর্ভের শেষে সেই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আশা রাখি ভবিষ্যতে সেই নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হবে। সতীনাথ ভাদুড়ির *সংকট* আমাদের কালপর্বের মধ্যে না পড়লেও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। তা 'প্রগতি' ও 'আধুনিকতা' সম্পর্কে প্রচলিত একমাত্রিক ধারণাটির প্রতিবাদ। সত্তার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আরেক কিসিমের বয়ান। এবং আমাদের 'জ্ঞান' ও 'জানা' বিষয়ে আশ্বর্য সন্দর্ভ। বস্তুত পক্ষে, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বোধ কেবলমাত্র বিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যকেই প্রভাবিত করেনি, প্রকৃত প্রস্তাবে তা সাহিত্যের হয়ে ওঠা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা আখ্যানের গড়ে ওঠাকেও প্রভাবিত করেছে, তা বলা বাহুল্য। শেষ কথা— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমিকেই কার্যত বদলে দেয়। যুদ্ধ মঙ্গলময় সাবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলে, এমন কী প্রশ্নের মুখে পড়ে ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত যুক্তিবাদও। চৈতন্যের সংকট, মানবিক

আকুতিকে ঐ সময়ের আখ্যানকাররা তুলে ধরেছেন তাঁদের আখ্যানে। তা করতে গিয়ে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা বিষয়ক ভাবনাকে আখ্যানের কেন্দ্রিয় সমস্যা-পট (Problem) হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থতালিকা, পত্রপত্রিকা, অন্তর্জাল

ক. আকর গ্রন্থ

আকিমুন রহমান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০),* ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১২

জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৫

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৯১

জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০০৩

জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০১৫

জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, অনুল্লিখিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর-রচনাবলী,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০২

বিপিনচন্দ্র পাল, *চরিত-কথা,* কলকাতা: শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩২৩

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেবযান,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১২

স্মৃতির রেখা, কলকাতা: ক্যালকাতা পাবলিশার্স, ১৩৬৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র ১,* কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র ২, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০১৩

লেখকের কথা, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৮১

সমগ্র প্রবন্ধ এবং, শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬

রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯

সাহিত্য, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২২

সাহিত্যের পথে, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫

রাজীব চৌধুরী (সং. ও সম্পা.), *দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত ১,* কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৮

দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত ২, কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, *বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, ১৩৪১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ রচনাবলী,* ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: শরৎ সমিতি, ১৩৮৬ব
শরৎ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা: শরৎ সমিতি, ১৩৮৪

খ. আকর প্রবন্ধ

অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন?', *প্রবাসী,* আষাঢ় ১৩১৯
অমল হোম, 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য', *ভারতবর্ষ,* মাঘ ১৩৩৩
পূর্ণচন্দ্র বসু, 'শৈবলিনী', *আর্য্যদর্শন,* আষাঢ় ১২৮৪
প্রমথ চৌধুরী, 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?', *সবুজ পত্র,* মাঘ ১৩২১
বরদাচরণ গুপ্ত, 'সামাজিক সাহিত্য', *সবুজ পত্র,* চৈত্র ১৩২৫
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্য ও রস', *বঙ্গবাণী,* অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
মঙ্গলচন্দ্র শর্ম্মা, 'মাসিক গল্প-সাহিত্য', *প্রবাসী,* শ্রাবণ ১৩৩১
যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'আর্টের অনুশাসন', *মানসী ও মর্ম্মবাণী,* চৈত্র ১৩৩১
যতীন্দ্রমোহন সিংহ, 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা', *সাহিত্য,* বৈশাখ ১৩২৭
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক', *প্রবাসী,* জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে বাস্তবতা', *সবুজ পত্র,* মাঘ ১৩২১
সরলা দেবী, 'সিংহের বিবরে', *বঙ্গবাণী,* ফাল্গুন ১৩৩০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি', *বঙ্গবানী,* আশ্বিন ১৩৩৪

গ. সহায়ক গ্রন্থ

গ. ১. বাংলা

অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬১
অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,* ১ম ভাগ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪১৫
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪২০ব
অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা,* ১ম খন্ড, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫
অনিল আচার্য (সম্পা.) ও অরিন্দম চক্রবর্তী (অতিথি সম্পা.), *বাঙালির ইউরোপ চর্চা,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৬

অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়, *ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা,* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৫

অমিতা চ্যাটার্জী (সম্পা.), *ভারতীয় ধর্মনীতি,* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৩

অমর্ত্য সেন, *তর্কপ্রিয় ভারতীয়,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২

ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, আশীষ লাহিড়ী (ত.), কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৮

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন,* কলকাতা: সাধনা মন্দির, ১৩৮০

অরুণ সেন (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ: আধুনিক জিজ্ঞাসা,* কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৪

অরিন্দম চক্রবর্তী, *দেহ থেকে সন্দেহ,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৯

মনের মধু, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৪

এ তনু ভরিয়া দর্শন আপাদমস্তক, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০২০

ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩

দেহ গেহ বন্ধুত্ব ছটি শারীরক তর্ক, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১১

অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *বাঙ্গালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা,* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ,* ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৫

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (ত.), *প্রোতাগোরাস,* প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৫

পারমেনিদিজ, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০২০

সফিস্ট, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৯

সিম্পোজিয়াম, প্লেটো, ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১৭

আবু সয়ীদ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

আলোক ভট্টাচার্য, *আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ১৯৮০

আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, *বেদান্ত দর্শন-অদ্বৈতবাদ,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২

আশীষ লাহিড়ী, *অক্ষয়কুমার দত্ত : আঁধার রাতে একলা পথিক,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

ভগবানের লেত্তি, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত, কলকাতা: ঋতাক্ষর, ২০১৫

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালির সেকিউলার বিবেক, কলকাতা: অবভাস, ২০১৪
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কল্পতরু,* কলকাতা: ক্যানিং লাইব্রেরী, ১২৮১
গ্রন্থাবলী, কলকাতা: নটবর চক্রবর্তী, ১৯৩২
ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬
উইল ডুরান্ট, *দি স্টোরি অফ ফিলোজফি,* ১ম খণ্ড, কলকাতা: দীপায়ন, ২০১৪
দি স্টোরি অফ ফিলোজফি, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দীপায়ন, ২০১৪
উদয়কুমার চক্রবর্তী, *চতুরঙ্গ : সাধক কবির আলেখ্য,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতদর্শনসার,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২০ব
কপিল,*সাঙ্খ দর্শন (সাঙ্খ্য প্রবচন-সূত্র),* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ত.) কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭
কমলিকা রায়, *রবীন্দ্রনাথের সাধনা বক্তৃতামালা,* কলকাতা: কারিগর, ২০১২
কার্তিক লাহিড়ী, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস,* কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৪
কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে,* মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১
কালিদাস নাগ, *কবির সঙ্গে একশো দিন,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪
কালিদাস ভট্টাচার্য, *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত,* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪ব.
কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৬
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, *প্রবন্ধ সংকলন,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
কৌশিক জোয়ারদার, *চিন্তা,* কলকাতা: পত্রকথা, ২০15
ক্ষিতিমোহন সেন, *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেন,* কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০৯
গুণময় মান্না, *রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৩
গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা.), *শরৎ-পত্রাবলি,* কলকাতা: পারুল, ২০০০
গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬১
গোপাল হালদার, *গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১*, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং, ২০০০
সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, কলকাতা: মনীষা, ১৯৮৬
গৌতম ভট্টাচার্য, *'কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ',* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪
গৌরচন্দ্র সাহা (সং.ও সম্পা.), *রবীন্দ্র পত্রাবলী: তথ্যপঞ্জী,* কলকাতা: দে'জ, ১৯৮৪
রবীন্দ্রনাথের চিঠি ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে, কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৩
চন্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল, *বিভূতিভূষণ: স্ববিরোধী সংবেদ,* দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১৯
জগন্নাথ চক্রবর্তী, *'গীতাঞ্জলি' অস্তিত্ব বিরহ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮

জয়দীপ ঘোষ, আশীষ লাহিড়ী, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিবেকানন্দ ও সেকুলার বাঙালির বিবেক,* কলকাতা: চার্বাক, ২০১২

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ,* কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, ১৯২১ সংবৎ

জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী,* অমিত ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬

জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি, *আত্ম এবং তার অপর,* দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১৮

জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি ও শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, *দার্শনিকের খোঁজে দার্শনিক,* কলকাতা: প্রতিভাস, ২০২১

জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা: ভারবি, ১৯৮৮

জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কাল,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

তপন রায়চৌধুরী, *ইউরোপ পুনর্দর্শন,* কলকাতা: আনন্দ, ২০১৫

তপোব্রত ঘোষ, *শ্রীবিলাসের ডায়ারি,* কলকাতা: ভারবি, ২০১৪

তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *শতবর্ষে মানিক-জিজ্ঞাসা,* কলকাতা: পাল পাবলিশার্স, ২০১০

তারা চট্টোপাধ্যায়, *গীতা-অনুচিন্তন নৈতিকতা ও ঈশ্বর*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩

দেবদাস জোয়ারদার, *দেবদাস জোয়ারদার রচনাসমগ্র ১*, কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯

দেবব্রত ঘোষ ও সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা,* কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৫

দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন,* কলকাতা: এন.বি.এ, ২০০৩

ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১০

লোকায়ত দর্শন, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪০৫

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৩

অগ্রন্থিত রচনা শিল্প ও সাহিত্য, কলকাতা: অবভাস, ২০১০

অগ্রন্থিত রচনা দর্শন বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব, কলকাতা: অবভাস, ২০১১

অগ্রন্থিত বিতর্ক, কলকাতা: অবভাস, ২০১২

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, কলকাতা: অবভাস, ২০১০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সুধীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা,* কলকাতা: ভারত বুক এজেন্সি, ২০০২

দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩
ধীরেন্দ্র দেবনাথ, *রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু,* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
নরেশ্চন্দ্র সেনগুপ্ত, *অভয়ের বিয়ে,* কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
নলিনীনাথ রায় (ত.), *ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শন,* কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ কাল অনুল্লেখিত
নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ,* কলকাতা: কে.পি. বাগচী, ১৯৮৪
নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি,* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৯
নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬
নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), *কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচনা-সংগ্রহ,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৭
নির্মাল্য বাগচী, *রামমোহন চর্চা ইতিহাসে বঞ্চনা অবহেলা,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীণা, *চার্বাক-দর্শনম্,* ২৪ পরগনা: শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্ত্তী, ১৩৯৪ব
পথিক বসু, *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৩
পরমেশ আচার্য, *বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০২
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* কলকাতা: আনন্দ, ২০১১
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, *ছায়াপথ,* ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা: কার্ত্তিকচন্দ্র দে, ১৩০৫
ছায়াপথ, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: রাধানাথ মিত্র, ১৩০৮
প্রদ্যোত কুমার মুখোপাধ্যায়, *বিংশ শতকে বাঙ্গালির দর্শন চর্চার রূপরেখা,* কলকাতা: সূত্রধর, ২০১৮
প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২
প্রবাসজীবন চৌধুরী, *সৌন্দর্যদর্শন,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯০২
প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য,* কলকাতা: ভাষাবন্ধন, ২০০৯
প্রমথনাথ তর্কভূষণ (ত.), *বেদান্তসূত্রম,* কলকাতা: পাতাবাহার, ১৪১৭
প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *মায়াবাদ,* কলকাতা: পাতাবাহার, ১৪২০
প্রলয় শূর, *গোরা ও চতুরঙ্গ,* কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৩
প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী,* ৩য় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২৩
রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১
রবিজীবনী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্শ, ১৪২০

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় দর্শন,* ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬

বারিদররণ ঘোষ, *ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯

বারিদররণ ঘোষ, (সং.ও সম্পা.), *কল্লোল প্রবন্ধ সংগ্রহ,* কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১০

রবীন্দ্র রচিত ভূমিকা, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২

সাময়িকপত্রের আলোকে প্রথম মহাযুদ্ধ, কলকাতা: পারুল, ২০১৫

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ১,* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২, কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৬

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *উপনিষদ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩ব

বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ১ম খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৭৮

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৭৮

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮০

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৫ম খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৩

বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১

বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ,* প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পা.), কলকাতা: কমলিনী, ১৪২২

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১

বিষ্ণু দে, *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* ১ম খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০০

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র, কলকাতা: আনন্দ, ১৪১৫

বুদ্ধদেব বসু, *অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাট্য,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪২০

বুদ্ধদেব বসু (সম্পা.), *আধুনিক বাংলা কবিতা,* কলকাতা: এম.সি সরকার, ২০১৩

বেলা দত্তগুপ্ত, *বঙ্গে ধ্রুববাদ,* কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), *রামমোহন গ্রন্থাবলী,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৭

রামেন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা,* ৩য় খণ্ড, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৬

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, *রামমোহন রায়,* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৭

ভবতোষ দত্ত, *বাঙালিমানসে বেদান্ত,* কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৬

ভারতী রায় (সম্পা.ও সং.), *নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২

ভি আই লেনিন, *বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ,* কলকাতা: বিবলিয়া, ২০১২

ভীষ্মদেব চৌধুরী, *জগদীশ গুপ্তের গল্প পঙ্ক ও পঙ্কজ,* ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী, ১৩৯৫

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা,* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

মনো মুখোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ,* কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১২

মালিনী ভট্টাচার্য, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮

মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য-বিতান,* কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৩৫৬

যুগান্তর চক্রবর্তী, *সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: দ্বন্দ্বের দুই মুখ,* কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০০৮

যোগেশচন্দ্র বাগল ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, *হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: তালপাতা, ২০০৯

রণজিৎ গুহ, *রচনা সংগ্রহ ১,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯

দয়া, কলকাতা: তালপাতা, ২০১১

রণজিৎ সরখেল, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ,* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩

রণদীপম বসু, *চার্বাকের খোঁজে ভারতীয় দর্শন,* ঢাকা: রোদেলা, ২০১৭

রবিন পাল, *কল্লোলের ছোটগল্প,* কলকাতা: বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কবির ভণিতা,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ব

কাব্যগ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, এলাহবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬

চিঠিপত্র ২, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৯
চিঠিপত্র ৬, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৩
চিঠিপত্র ৯, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৮
ব্যক্তিত্ব, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ত.), কলকাতা: লোক সেবা শিবির, ২০১১
রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী, মলিনা রায় (ত.), কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩
রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯
রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা: পঃ বঃ সরকার, ১৯৮৯
রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২
রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০
রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১
শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬
সাধনা, নীলা দাস (ত.), কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৯
সোনার তরী, কলকাতা, কালিদাস চক্রবর্তী, ১৩০০
রমেশচন্দ্র দত্ত, *হিন্দুশাস্ত্র,* কলকাতা: নিউ লাইট, ১৪০৮
রুশতী সেন (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে,* কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪
রাজশেখর বসু, *শ্রীমদভগবদগীতা,* কলকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২১
রামকমল ভট্টাচার্য, *বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ,* কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, ১৮৯১
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *ইতিহাস: দর্শন: দর্শনের ইতিহাস,* কলকাতা: পঃবঃ ইতিহাস সংসদ, ২০১৪
চার্বাকচর্চা, কলকাতা: সদেশ, ২০১০
দ্বন্দতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, কলকাতা: অবভাস, ২০২১
বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩
মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ২য় ভাগ, কলকাতা: অবভাস, ২০২০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (ত.), *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,* কলকাতা: শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৮ব
লতিকা চট্টোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮
লেভ তলস্তয়, *ক্রয়টজার সোনাটা,* অজয় গুপ্ত (ত.), কলকাতা: অবভাস, ২০১১
লোকনাথ চক্রবর্তী, *চাওয়ার চতুর্মূখ,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬
শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পবিত্রকুমার রায় নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রদর্শন,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৫

শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিভূতিভূষণ ন্যায়াচার্য (ত.), *শঙ্করাচার্য গ্রন্থমালা,* ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত

শত্রুজিৎ দাসগুপ্ত ও শর্মিষ্ঠা রায় (ত.), *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* ১ম ভাগ, বার্ট্রান্ড রাসেল, কলকাতা: বাউলমন, ১৯৯৮

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ, বার্ট্রান্ড রাসেল, কলকাতা: বাউলমন, ২০০০

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ৩য় ভাগ, বার্ট্রান্ড রাসেল, কলকাতা: বাউলমন, ২০০৩

শরদিন্দু শেখর রায় (সম্পা.), *বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান,* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

শর্বাণী বসু (সম্পা.), *শংকরাচার্যকৃত মোহমুদ্গার,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৯

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিল্পকলার রাজনীতি,* কলকাতা: সহজপাঠ ও যাপন, ২০১৬

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস,* কলকাতা: সুপ্রীম পাবলিশার্স, ১৯৯২

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *দশদিশ নিবন্ধকায়,* কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৪

আলিবাবার গুপ্তভান্ডার, কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯

শিশির কুমার দাশ (ত.), *কাব্যতত্ত্ব আরিস্টটল,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী,২০০৬-০৭

শ্রীমোহন ভট্টাচার্য এবং দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ,* ১ম খন্ড, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৮

ভারতীয় দর্শন কোষ, ২য় খন্ড, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭

ভারতীয় দর্শন কোষ, ৩য় খন্ড, ১ম ভাগ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮১

ভারতীয় দর্শন কোষ, ৩য় খন্ড, ২য় ভাগ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪

শ্রীহরচন্দ্র বসু, *নাস্তিক প্রবোধ,* কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, ১৭৯৪ সংবৎ

শ্যামাপ্রসাদ দাস, *নরেশচন্দ্রঃ জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা: শান্তি দাস, ১৯৮৩

সতী চট্টোপাধ্যায় ও দেবী রাণী ঘোষ (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র: নির্দেশিকা,* কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০১২

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র: নির্দেশিকা ২, কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ২০১২

সতীনাথ ভাদুড়ী, *নির্বাচিত রচনা,* ২য় খন্ড, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১১

সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ,* ১ম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৩

সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৬

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগজগত দর্শনচিন্তা,* কলকাতা: গ্রন্থালয়, ২০১১

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগজগত ধর্মচিন্তা, কলকাতা: গ্রন্থালয়, ২০১১

সব্যসাচী ভট্টাচার্য, *বাংলায় সন্ধিক্ষণ,* দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮

সভ্যতার স্বরূপ ও ভারতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, নিউ দিল্লী: অক্সফোর্ড, ২০১১

সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), *জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২

সরকার আব্দুল মান্নান, *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১

সরদার ফজলুল করিম (ত.), *এন্টি ডুরিং,* ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (সম্পা.), *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড ১ম ভাগ, কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৬ব

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮

বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্শন, কলকাতাস: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩

সরোজ মোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৭

সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (সম্পা.), *ন্যায়বিন্দু (প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ),* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩

সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (সং.ও সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন এক অমীমাংসিত সংলাপ,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৭

সান্ত্বনা মজুমদার, *সত্তাবাদের প্রেক্ষিতে কিয়েরকিগার্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সার্ত্র,* কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২

সান্ত্বনা মজুমদার (সং.), *কালিদাস ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ,* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৩

সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ,* কলকাতা: ক্যাম্প, ১৯৯৪

প্রবন্ধসংগ্রহ ২, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, কলকাতা: পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯

রবীন্দ্রকবিতায় মৃত্যু, কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৭

সুখময় ভট্টাচার্য্য, *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন,* কলকাতা: পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬

ন্যায় দর্শন, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩

সুজিৎ ঘোষ, *মানিক সাহিত্যে অবচেতন,* কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৭

সুধাংশুশেখর ঘোষ (প্রকাশক), *রবীন্দ্র-স্মারকগ্রন্থ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯১

সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথ বাকপতি বিশ্বমনা ১,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১

সুনীল দাস, *ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী,* কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৪

সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পা.), *জগদীশ গুপ্তের গল্প,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, *তত্ত্বকথা,* চট্টগ্রাম: হার্ডিঞ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩২৪

দার্শনিকী, কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ২০০৪

রবি-দীপিতা, কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৬৭

সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ,* ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৮

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা,* কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৩

স্বামী প্রেমেশানন্দ, *পাতঞ্জল-যোগসূত্র,* কলকাতা: উদ্বোধন, ১৪১০ব

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, *ব্রহ্ম-সূত্র,* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (ত.), *উপনিষদ প্রথম ভাগ,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩

উপনিষদ দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাংলার ভক্তি আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারা,* মহুয়া দাশগুপ্ত (ত.), নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: নবপত্র, ২০১২

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *গীতায় ঈশ্বরবাদ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১২

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন,* কলকাতা: অবভাস, ২০১৬
প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও দর্শন, কলকাতা: বেদবিদ্যাকেন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩
বৈদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন, কলকাতা: অবভাস, ২০০৮
সমাজ সাহিত্য ও দর্শন, কলকাতা: অবভাস, ২০১০
হেমন্তবালা দেবী, *কবিকে লেখা চিঠি,* দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্তী সান্যাল (সং. ও সম্পা.), কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯

গ. ২. ইংরাজি

Aristotle, *On the Art of Poetry*, Ingram Bywater (Trans.), Oxford: Oxford Clarendon Press, 1976
Acharya Madhava, *Sarva-Darsana-Samgraha,* London: Trubner & Co., 1882
Ayyub Abu Sayeed, *Modernism and Tagore,* Delhi: Sahitya Akademi, 1995
Poetry & Truth, Kolkata: JU, 1970
Bandyopadhyay Sibaji, *Sibaji Bandyopadhyay Reader*, Delhi: Worldview Publication, 2012
Bandopadhyay Tirthanath, *Morality and Practice,* Kolkata: Papyrus, 2002
Bhattacharya Ramkrishna, *Studies on the Carvaka/Lokayata,* Delhi: Anthem Press, 2012
Bhattacharya Asit Kumar, *AkshayKumar Dutta,* Kolkata: Sahitya Akademi, 1996
Bhattacharjee Sukumari, *The Indian Theogony,* Kolkata: Farma KLM, 1978
Bose Buddhadeva, *An Acre of Green Grass,* Kolkata: Papyrus, 1997
Butler Christopher, *Mordenism,* Pondechery: Oxford, 2010s
Chakravarti Sudhindra Chandra, *Philosophical Foundation Bengal Vaishnavism,* New Delhi: Munshiram Manoharlal, 2004
Chatterjee Suniti Kumar, *World Literature & Tagore,* Shantiniketan: Biswabharati, 1971

Chattopadhyaya Bankim Chandra, *Bankim Rachanavali,* Jogesh Chandra Bagal (Ed.), Kolkata: Sahitya Samsad, 2011

Chattopadhyaya Brajadulal, *Kosambi,* New Delhi: OUP, 2009

Chattopadhyaya Debiprasad, *Indian Philosophy,* Delhi: People's Publising House, 2007

Science & Philosophy in Ancient India, Delhi: Aakar, 2013

Indian Atheism, New Delhi: People's Publising House, 2012

Lokayata, Delhi: People's Publising House, 2012

What is living and what is dead in Indian Philosophy, Delhi: People's Publising House, 2015

Chattopadhyaya Debiprasad (Ed.), *Carvaka/Lokayata,* New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 2006

Chattopadhyay Kanailal, *Brahmo Reform* Movement, Kolkata: Papyrus, 1983

Choudhury Sukanta, *The Cambridge companion to Rabindranath Tagore,* Cambridge: CUP, 2020

Cowell E.B. (trans.), *The Maitri or Maitrayaniya Upanishad*, London: Asiatic Sociaty of Bengal, 1870

Dasgupta Surendranath, *A History of Indian Philosophy*, Vol-I, Delhi: Motilal Banarsidass, 1975

A History of Indian Philosophy, Vol-II, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988

A History of Indian Philosophy, Vol-III, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988

A History of Indian Philosophy, Vol-IV, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988

A History of Indian Philosophy, Vol-V, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988

Rabindranath the Poet & the Philosopher Vol. 1, Kolkata: Mitra & Ghosh, 1948

Religion and Rational Outlook, Delhi: Motilal Banarsidass, 1974

Indian Idealism, Great Britain: CUP, 1933

Das Sisir Kumar, *The Shadow of the Cross,* New Delhi: Munsiram Manoharlal Publisher's Pvt. Ltd., 1974

Das; Sisir Kumar (Ed.), *The English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol. 2, Delhi: Sahitya Akademi, 2012

Dey Aidan, *Romanticism,* London: Routhledge, 2001

Engels Friedrich, *Antiduhring,* Peking: Foreign Languages Press, 1976

The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man, New York: International Publisher, 1950

Eagleton Terry, *Culture & the Death of God,* New Haven & London: YUP, 2014

Ideology, Great Britaion: Verso, 1991

Reason, Faith & Revolution, London: YUP, 2009

Einstein Albert & Freud, Sigmund, *Why War?* , Dijon: League of Nation, 1933

Fischer Ernst, *The Necessity of Art A Marxist Approach,* Anna Bostock (Trans.), London: Penguin Books, 1971

Freud, Sigmund, *Beyond the Pleasure Principle*, James Strachey (Trans.), New York: W.W. Norton & Company, 1975

Civilization and Its Discontents, James Strachey (Trans.), New York: W.W. Norton & Company INC, 1962

Gaarder, Jostein, *Sophie's World*, Tr. Paulette Moller, London: weidenfeld & Nicolson, 2015

Ganguli Hemanta, *God Religion & Reason*, Kolkata: University of Culcutta, 1982

Georg Lukacs, *The Theory of the Novel*, Delhi, Aakar, 2016

Ghose Benoy, *Selection from English Periodicals of 19th Century Bengal*, Vol-III, Kolkata: Papyrus, 1980

Goff Jacques and Nora Pierre, *Constructing the Past,* Paris: CUP, 2011

Gokhale Pradeep P., *Lokayata/Carvaka,* New Delhi: OUP, 2015

Goswami Subuddhicharan (Ed.), *Lokayata Philosophy: A Fresh Appraisal*, Kolkata: The Asiatic Sociaty, 2010

Hatcher Brian A., *Idioms of Improvement Vidyasagar & Cultural encounter in Bengal,* Delhi : Primus Books, 2020

Vidyasagar, New Delhi: Routledge, 2019

Hiriyanna M., *Outlines of Indian Philosophy*, London: Gorge Allen & Unwin Ltd, 1932

Hobsbawm Eric, *The Age of Extremes 1914-1991*, London: Abacus, 1995

The Age of Empire, London: Abacus, 2014

House Humphry, *Aristotle's Poetics*, London: Rupert Hart-Havis, 1956

Kaw R. K., *The Doctrine of Recognition,* Hoshiarpur: Vishveshvaranand Institute, 1967

John Keats, *The complete poetical works and letters of John Keats*, Cambridge: Houghton Mifflin and Company, 1899

Kenan Shlomith Rimmon, *Narrative Fiction*, New York: Routhledge, 2002

Kosambi D D, *Adventures into the Unknown*, Ramaswami Ram (Ed.), New Delhi: Three Essays Collective, 2016

Kosambi & Gokhale (Ed.), *The Subhasitaratnakosa of Vidyakara*, Cambridge: Harvard University Press, 1957

Lavine T. Z., *From Socrates to Sartre*, New York: Bantam Books, 1984

Lukacs George, *The Theory of the Novel*, Delhi: Aakar, 2016

Macnicol Nicol (Ed.), *Hindu Scriptures*, London: Everyman’s Library, 1963

Marx Karl, *Economic & Philosophic Manuscript of 1844*, Moscow: Progress Publisher, 1977

Marx & Engels, *on Literature & Art,* Moscow: Progress Publishers, 1976

Selected Correspondences, Moscow, 1953

Mohanta Dilip Kumar, *Studies in Jayarasi Bhatta's Critique of Knowing from Words*, Kolkata: The Asiatic Sociaty, 2009

Mohanty J., *Explorations in Philosophy*, New Delhi: OUP, 2001

Mohanty Jitendra Nath, *Theory & Practice in Indian Philosophy*, Kolkata: Centre for Studies in Social Sciences, Culcutta, 1994

Motilal Bimal Krishna, *Ethics and Epics,* Ganeri Jonardon (Ed.), London: OUP, 2002

Perception, Oxford: Clarendon Press, 1986

Motilal Bimal Krishna (Ed.), *Moral Dilemmas in the Mahabharata,* Delhi: Indian Institute of Advanced Study & Motilal Benarasidass, 1992

Mukerji Dhurjati Prasad, *Tagore a Study*, Kolkata: Pachimbanga Bangal Akademi, 2001

Mukherjee Meenakshi, *Realism and Reality,* New Delhi: OUP, 1994

Panini, *Ashtadhyayi*, tr. Srisa Chandra Vasu, Delhi: Motilal Banarsidass, 1962

Poddar Arabinda, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations,* Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1970

Renaissance in Bengal Search for Identity, Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1970

Radhakrishnan S., *Indian Philosophy,* Vol. 1, New Delhi: OUP, 2016

Indian Philosophy, Vol. 2, New Delhi: OUP, 2016

The Philosophy of Rabindranath Tagore, London: Macmillan and Co. Ltd., 1919

The Principal Upanisads, Noida: Harper Collins, 2016

Roy Pabitra Kumar, *Rabindranath Tagore*, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 2002

Russell Bertrand, *History of Western Philosophy*, London: Routledge, 2004

Sarkar Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal,* New Delhi: People's Publishing House, 1994

Writing Social History, New Delhi: OUP, 2011
Sen Asok, *Iswar Chandra Vidyasagar & his elusive milestones*, New Delhi: Parmanent Black, 2016
Sen Amiya P., *Rammohun Roy a Critical Biography*, New Delhi: Penguin Viking, 2012
Religion & Rabindranath Tagore, New Delhi: Oxford, 2014
Shastri Dakshina Ranjan, *a Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism,* Kolkata: Bookland Pvt. Ltd., 1930
Shepherd Kancha Ilaiah, *God as Political Philosopher*, New Delhi: Sage & Samya, 2019
Tagore Rabindranath, *Letters to a Friend*, London, Gorge Allen & Unwin Ltd, 1926
The Religion of an Artist, Kolkata: Visva-Bharati, 2000
Nationalsim, Navi Mumbai: Penguin, 2009
Williams Raymond, *Marxism & Literature*, Noida: OUP, 2010

ঘ. সহায়ক পত্রপত্রিকা

ঘ. ১. বাংলা

অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০০৬
অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০০৯
অনুষ্টুপ, অনিল আচার্য (সম্পা.), শারদীয়া, ২০১৪
আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮১
আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮৩
আর্য্যদর্শন, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১২৮৪
এবং এই সময়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বর্ষা সংখ্যা, ১৪১৮
এক্ষণ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পা.), কার্তিক-মাঘ, ১৩৭৯
উজাগর, উত্তম পুরকাইত (সম্পা.), ১ম-২য় সংখ্যা, ১৪২৪
জ্ঞানাঙ্কুর, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১২৮৯

জ্ঞানাঙ্কুর, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১২৮০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা.), আষাঢ়, ১৮৩৪ শক.
দশদিশি, অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়, ২য় সংখ্যা, ২৯১৩-১৪
নতুন-সাহিত্য, অনিলকুমার সিংহ (সম্পা.), কার্তিক, ১৩৫৮
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৫
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৭
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩০৯
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১০
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৩
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৪
পন্থা, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩১৫
পন্থা, রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুকুমার গংগোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২০
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১৩৩৮-৩৯
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ১৩৩৯-৪০
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, মাঘ-বৈশাখ, ১৩৪০-৪১
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৪র্থ বর্ষ, ১৩৪১-৪২
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪২
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৪-৪৫
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৮ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৫-৪৬
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পা.), ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ-আষাঢ়, ১৩৪৬-৪৭
পরিচয়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল (সম্পা.), ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৪৭
পরিচয়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) কলকাতা, মে-জুন, ১৯৭৮
পরিচয়, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পা.), ৮৬ বর্ষ, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৪২৪
প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), আষাঢ়, ১৩১৯
প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), জৈষ্ঠ্য, ১৩২১
প্রবাসী সচিত্র মাসিকপত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), শ্রাবণ, ১৩৩১
বঙ্গবানী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), ফাল্গুন, ১৩৩০
বঙ্গবানী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), আশ্বিন, ১৩৩৪
ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১৩১৯

ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১০ম বর্ষ, ১৩২৮
ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১২ বর্ষ, ১৩৩০
ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), ১৫ বর্ষ, ১৩৩৩
বিশ্বভারতী, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ (সম্পা.), ২৯ বর্ষ, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৩
বিশ্বভারতী, সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ (সম্পা.), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪
বিশ্বভারতী, সুনীল রায় (সম্পা.), শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৭৬
বিশ্বভারতী, সুনীল রায় (সম্পা.), বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭
বেদব্যাস, ভূধর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ১২৯৩
বেদব্যাস, ভূধর চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-শ্রাবণ, ১২৯৬
ভারতবর্ষ, জলধর সেন (সম্পা.), মাঘ, ১৩৩৩
ভারতী, (সম্পা.), শ্রাবণ, ১২৯২
মর্ম্মবাণী, জগদীন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১ম-২৫ সংখ্যা, ১৩২২
মানসী ও মর্ম্মবানী, জগদীন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), চৈত্র, ১৩৩১
সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২১
সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২২
সবুজ পত্র, প্রমথ চৌধুরী, (সম্পা.), কার্তিক-চৈত্র, ১৩২৫
সাহিত্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), বৈশাখ-চৈত্র, ১৩২৭
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, রমেনকুমার সর (সম্পা.), ১২৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২৬

৬. অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

৬. ১. বাংলা

মুনমুন (দে) ভট্টাচার্য, 'সময়, সমাজ ও ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত', আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০
শকুন্তলা দাস, 'অস্তিবাদী দর্শন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪
হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা: জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অনুল্লিখিত

৬. ২. ইংরাজি

Bagchi Dipankar, 'Modernity and Social Crisis in Bengali Poetry, 1920-1950', Jadavpur University, 2011

Bhattacharyya Rama, ‘a Critical Approachto the short stories of Jagadish Chandra Gupta’, Gauhati University, 1989

Gogineni Bina, ‘God and the Novel in India’, Columbia University, 2011

চ. অন্তর্জাল সূত্র

আব্দুল কাফি, ‘বিভূতিভুষণ ও তাঁর প্রিয় ‘দুঃখীদল’’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী, নবম দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০, শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১,

দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=XxKlKnQQ6Zk

বিচিত্রা: বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার Bichitra: Online Tagore Variorum: School of Cultural Texts and Records, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দ্রঃ http://bichitra.jdvu.ac.in/

তপোব্রত ভাদুড়ি, ‘বিভূতিভূষণের বিরহচেতনা: ভাবজীবন থেকে সাহিত্যে’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী, ৪র্থ দিন, বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০, শেষবার দেখেছি ৭মে, ২০২১,

দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=XLBZXwmM438

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেশন ১’, *জার্মান ইন্টেলেকচুয়াল ট্র্যাডিশন*, দ্বিতীয় পর্ব, ম্যাক্সমুলার ভবন, কলকাতা আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, শেষবার দেখেছি ২ জুলাই, ২০২১

দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=AkeRPvxfUMU

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেশন ২’, *জার্মান ইন্টেলেকচুয়াল ট্র্যাডিশন*, দ্বিতীয় পর্ব, ম্যাক্সমুলার ভবন, কলকাতা আয়োজিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ভাষণ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৫, শেষবার দেখেছি ২ জুলাই, ২০২১

দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=kc2wBu4Y1OA

Udaya K. Chakraborty.

৯ জুলাই, ২০২১
উদয়কুমার চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

Anal Pal

৯ জুলাই, ২০২১
অনল পাল
গবেষক